রায় ঘোষণার পর পঞ্চগড়ের আদালতে মুষড়ে পড়েন সাজাপ্রাপ্ত বিডিআর সদস্যদের কেউ কেউ ● ছবি : প্রথম আলো

২৯ আসামির সবার সাজা

পঞ্চগড়ে প্রথম রায়, ১৩ জনের সর্বোচ্চ দণ্ড

বিডিআরে বিদ্রোহ

শহীদুল ইসলাম, পঞ্চগড় ●

বিডিআর বিদ্রোহের মামলার প্রথম রায়ে পঞ্চগড়ের ২৯ আসামির সবারই সাজা হয়েছে। সর্বোচ্চ সাত বছর সাজা হয়েছে ১৩ জনের। একজনকে ছয় বছর, একজনকে চার বছর, ছয়জনকে তিন বছর, দুজনকে দুই বছর, পাঁচজনকে এক বছর এক মাস এবং একজনকে চার মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। বিডিআরের নিজস্ব আইনে এ সাজা দেওয়া হয়েছে।

দণ্ডিতরা সবাই ২৫ রাইফেল ব্যাটালিয়নের সদস্য। আদালত কারাদণ্ডের পাশাপাশি ২৯ আসামিকে ১০০ টাকা করে অর্থদণ্ড করেছেন। সাজা বেসামরিক কারাগারে এবং রায়ের দিন থেকে কার্যকর হবে বলে রায়ে বলা হয়।

গতকাল বুধবার বিকেলে ২৫ রাইফেল ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরে স্থাপিত বিশেষ আদালতের প্রধান বিডিআরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. মইনুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন।

সর্বোচ্চ সাজাপ্রাপ্তরা হলেন নায়েক সহকারী মঞ্জুর হোসেন, ল্যান্স নায়েক সিদ্দিকুর রহমান, মো. জাকারিয়া ও নুরুজ্জামান, সিপাহি গিয়াসউদ্দিন, শফিকুর রহমান, মফিজুর রহমান, মেহেদী হাসান, এস এম সুরুজ আহমেদ, আব্দুল করিম, মনোয়ার হোসেন, মেহেদী হাসান ও মনির হোসেন।

ল্যান্স নায়েক আমিনুল ইসলামের ছয় বছর এবং সিপাহি ওয়াহেদুজ্জামানের চার বছর সাজা হয়েছে।

তিন বছর করে সাজা হয়েছে ছয়জনের। তাঁরা হলেন সিপাহি আবু মো. নাজের চৌধুরী, বলাই চন্দ্র বিশ্বাস, মাহফুজুল আলম, মাসুদুল করিম, মোস্তাফিজুর রহমান ও কমল চন্দ্র রায়।

দুই বছর করে সাজা হয়েছে সিপাহি এনামুল কবির ও ল্যান্স নায়েক আকতারুজ্জামানের।

পাঁচজনের এক বছর এক মাস করে সাজা হয়েছে। তাঁরা হলেন হাবিলদার রফিকুল ইসলাম, সিপাহি লুৎফর রহমান, ফারুক হোসেন, হাবিবুর রহমান ও মোজাম্মেল হক। সর্বনিম্ন চার মাস সাজা হয়েছে সিপাহি মিজানুর রহমানের।

কড়া নিরাপত্তার মধ্যে বিকেল চারটা ২০ মিনিটে আদালত বসেন। বিচার-প্রক্রিয়া নিয়ে ১০ মিনিট কথা বলার পর সাড়ে চারটার দিকে রায় পড়া শুরু করেন মইনুল ইসলাম। সব আসামির সাজার আদেশ আলাদাভাবে পড়েন তিনি। বিকেল

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪ ● আরও ছবি : পৃষ্ঠা-২

বিডিআর কলঙ্কমুক্ত হলো : ডিজি

মোহাম্মদ লুৎফুল হক ●

'বিডিআর আজ কলঙ্কমুক্ত হলো। নিশ্চয় বিডিআর আবার ঘুরে দাঁড়াবে।' পঞ্চগড়ে গতকাল বুধবার বিদ্রোহের বিচারের প্রথম রায় ঘোষণার পর বিডিআরের মহাপরিচালক (ডিজি) মেজর জেনারেল মো. মইনুল ইসলাম প্রথম আলোকে এই প্রতিক্রিয়া জানান।

রায় ঘোষণার আগে আদালতের সভাপতি মেজর জেনারেল মইনুল ইসলাম মামলার পুরো বিচারপ্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেন।

এদিকে বিদ্রোহের বিচারের সরকারি কৌঁসুলি ২৫ রাইফেল ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. সিরাজুল হক রায়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন,

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩